কালের কণ্ঠ

তারিখ 18. JUN. 2015
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

গতকাল তোলারাম কলেজে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের কর্মীদের ওপর হামলা চালায় ছাত্রলীগ (বাঁয়ে); হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহতরা।

নারায়ণগঞ্জ সরকারি তোলারাম কলেজ

ছাত্রজোটের মিছিলে ছাত্রলীগের হামলা

নারীসহ আহত ২০

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি ▷

নারায়ণগঞ্জ সরকারি তোলারাম কলেজে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের মিছিলে কাঠ-বাঁশ-অস্ত্র নিয়ে বর্বর হামলা চালিয়েছে ছাত্রলীগ। এ সময় নারীসহ অন্তত ২০ নেতাকর্মীকে পিটিয়ে আহত করেছে তারা। আহতদের শহরের ৩০০ শয্যা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর মধ্যে দুই কর্মীর অবস্থা গুরুতর। গতকাল বুধবার সকাল ১১টার দিকে কলেজের মূল ফটকের সামনে পুলিশের উপস্থিতে এ ঘটনা ঘটে। 'ছাত্রলীগের ভর্তি-বাণিজ্য' বন্ধসহ কয়েক দফা দাবিতে অধ্যক্ষ বরাবর স্মারকলিপি দিতে যাওয়ার সময় হামলার শিকার হয় প্রগতিশীল ছাত্রজোটের নেতাকর্মীরা। এদিকে গতকাল বিকেলে হামলার প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ছাত্রজোটের নেতাকর্মীরা।

প্রগতিশীল ছাত্রজোটের অভিযোগ, ছাত্রলীগের 'ক্যাডাররা' পরিকল্পিতভাবে এ হামলা চালিয়েছে। কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি হাবিবুর রহমান রিয়াদের নেতৃত্বে ৩০ থেকে ৪০ জন নেতাকর্মী এ হামলা চালায়। হামলার সময় পাশে পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকলেও তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। উল্টো জোটের নেতাকর্মীদের মারতে উদ্ধত হয় তারা।

তবে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করে কলেজ ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রগতিশীল ছাত্রজোটের মিছিলে যারা ছিল, তারা মাদকাসক্ত ও বহিরাগত। তাই সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা তাদের প্রতিরোধ করেছে। অন্যদিকে পুলিশের দাবি, ছাত্রলীগকর্মীরা ক্যাম্পাসে জামায়াত-শিবিরের হরতালবিরোধী মিছিল করছিল। একই সময় প্রগতিশীল ছাত্রজোট স্মারকলিপি দিতে গেলে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

হামলায় আহতরা হলেন প্রগতিশীল ছাত্রজোটের জেলা আহ্বায়ক ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের জেলা সভাপতি সজল বাড়ৈ, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের নারায়ণগঞ্জ জেলার সভাপতি মৈত্রী ঘোষ, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের নারায়ণগঞ্জ জেলা সভাপতি ও তোলারাম কলেজের মাস্টার্স শেষ বর্ষের ছাত্র জাহিদ সুজন, জোটের সদস্য সেতু, সদস্য ও তোলারাম কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র রাজু আহমেদ, শাওন, লিজা আক্তার, ফারজানা, সোহেলী, ফাতেমা, রিয়া আক্তার, খাদিজা আক্তার অন্তরা, মেঘলা প্রমুখ।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, 'ছাত্রলীগের ভর্তি-বাণিজ্য' ও দখলদারত্বের প্রতিবাদে নির্ধারিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে গতকাল সকাল ১১টার দিকে তোলারাম কলেজে অধ্যক্ষ বরাবর একটি স্মারকলিপি জমা দিতে যায় জোটের নেতাকর্মীরা। এ সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা কলেজের মূল ফটকে তালা দিয়ে অবস্থান নেয়। ছাত্রজোটের মিছিলটি কলেজের মূল ফটকের কাছে পৌঁছালে ছাত্রলীগকর্মীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে মিছিলে হামলা চালায়। এতে নারীসহ ছাত্রজোটের ২০ নেতাকর্মী আহত হয়। এর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের জেলা সভাপতি সজল বাড়ৈ ও ছাত্র ফেডারেশনের নারায়ণগঞ্জ জেলা সভাপতি জাহিদ সুজনের অবস্থা গুরুতর। তাঁরা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। অন্যদের চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আব্দুল মান্নান জানান, আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁদের মধ্যে দুজনকে জরুরি বিভাগে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।

হামলায় আহত বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন নারায়ণগঞ্জ জেলা সভাপতি মৈত্রী ঘোষ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'তোলারাম কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি রিয়াদসহ ৩০ থেকে ৪০ জন ছাত্রলীগকর্মী জোটের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালায়। তারা কলেজের কলাভবন গেট দিয়ে বের হয়ে জোটের মিছিলের পেছন দিক থেকে কাঠ, বাঁশ, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। হামলার সময় পুলিশ গাড়ি নিয়ে দাঁড়ানো থাকলেও ছাত্রলীগের কর্মীদের বাধা না দিয়ে উল্টো জোটের কর্মীদের মারতে যায়।'

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে কলেজ ছাত্রলীগ শাখার সভাপতি হাবিবুর রহমান রিয়াদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'জামায়াত নেতা আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের ফাঁসির রায়কে স্বাগত জানিয়ে এবং জামায়াতের হরতালের বিরুদ্ধে সকালে ছাত্রলীগ মিছিল বের করে। ওই সময়ে বহিরাগত কিছু লোকজন কলেজে আসে। এ সময় অভিভাবক প্রতিনিধি সভা ও পরীক্ষার কারণে কলেজের মূল ফটক বন্ধ ছিল। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল লোকজন মূল গেট ধাক্কাধাক্কি করে ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এ কারণে বহিরাগতদের সরিয়ে দেয় সাধারণ লোকজন। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ সত্য নয়।'

এ বিষয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ফতুল্লা মডেল থানার এসআই গোলাম মোস্তফা বলেন, 'ছাত্রলীগ হরতালবিরোধী মিছিল বের করে আর একই সময়ে বাম দলের কিছু লোকজনও মিছিল বের করে। তখন দুই পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে।' এ বিষয়ে জানতে কলেজের অধ্যক্ষ প্রভাত চন্দ্র দত্তের সঙ্গে একাধিকবার মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

প্রতিবাদে সমাবেশ মিছিল : এদিকে গতকাল বিকেল ৫টায় হামলার প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে ছাত্রজোটের নেতাকর্মীরা। সমাবেশে নেতারা বলেন, নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার (এসপি) কলেজগুলোর শান্তিপূর্ণ পরিবেশের ঘোষণা দিয়েও ছাত্রলীগের সঙ্গে পরোক্ষভাবে মিলিত হয়েছেন। তাঁরা অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানান।

ছাত্র ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সৈকত মল্লিক বলেন, '২৪ ঘণ্টার মধ্যে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করা না হলে পাল্টা আঘাতের প্রস্তুতি নিয়ে আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।' বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি লিটন নন্দি বলেন, 'তারা টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, হল দখলসহ নারী নির্যাতনের মতো জঘন্য কাজে জড়িত। ছাত্রলীগের পুরনো ঐতিহ্য এখন ভূলুণ্ঠিত হয়েছে।'